জাপান

খানাযাওযায় বাঙালি রান্না

সবাই মিলে বাংলাদেশী রান্না উপভোগ করছে

জাপানে এসেছি প্রায় পাঁচ মাস হলো। আমার স্বামী একজন ডাক্তার মনভুসো স্কলারশিপ পেয়ে এখানে পিএইচডি করছে। জাপানি ভাষা এখন অল্প-স্বল্প বলতে ও বুঝতে পারি। জাপানিরা খুবই ভদ্র ও বিনয়ী। জাপানিদের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই। তবে একেকজন জাপানি নিজেই সম্পদ। এরা প্রচন্ড পরিশ্রমী। এখানে Time is money.

কানসাই এয়ারপোর্টে ভোরে প্লেন ল্যান্ড করল। সমুদ্রের ওপর এই এয়ারপোর্টটি। খুবই সুন্দর। আমি লম্বা ভ্রমণের পর খুবই ক্লান্ত। তখনো আমার এক বছরের মেয়ে আনিকা ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ওপর তিনটা হাতব্যাগ। সবার শেষে আনিকাকে নিয়ে ধীরে ধীরে বের হলাম। প্লেনের দরজার বাইরে একজন অফিসারসহ জাপানি এক মেয়েকে দাঁড়ানো দেখলাম। মেয়েটি তার অফিসারের অনুমতি নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার হাত ও কাঁধ থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে নিল। তারপর মেয়েটিকে অনুসরণ করে বের হলাম। মেয়েটি convoy belt থেকে আমার বড় ব্যাগটিও নিয়ে নিল। কথা প্রসঙ্গে জানলাম, মেয়েটির হোম-টাউন কিয়েতো। আমি যাবো Khanajawa কিয়েতোর কাছাকাছি। মেয়েটি সঙ্গে থাকায় ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়াতে হলো না। খুব তাড়াতাড়ি সব ফরমালিটিজ সম্পন্ন হলো। আমি মেয়েটির সাহায্য পেয়ে খুবই অভিভূত, ভাবছিলাম জাপানিদের মন কত সুন্দর, উদার। পরবর্তীতে এখানে বাস করতে গিয়ে প্রতিনিয়তই জাপানিদের সাহায্য পাচ্ছিলাম।

বাসায় আসার কিছুদিন পর একদিন দুপুরবেলা এক জাপানি মহিলা এলেন। নাম তার তনিশিমা। বয়স প্রায় ৫৫ বছর। প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশে যায়। বাংলাদেশের খাবার খুবই পছন্দ। তারই উদ্যোগে Banja Bangladesh anf Japan Dreindshop Association গঠিত হয়েছে। আমার কাছে এসেছে Banja-র সদস্যদের বাংলাদেশী রান্না শেখানোর জন্য। খুবই খুশি মনে রাজি হলাম। ঠিক হলো কোনো এক শনিবার জাপানি স্কুলের কিচেন ভাড়া করে সেখানে রান্না শেখানো হবে। শনিবার সকাল ১০টায় Banja-র সদস্য এসে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেলো। আমি ও আমার স্বামী মিলে ঝাল মুরগি, মাছ, রুচি ও সেমাই রান্না শেখালাম। মসলা ও সেমাই তনিশিমা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছে। Banja-র সদস্যরা বাংলাদেশী খাবার রান্না খুবই উৎসাহ নিয়ে শিখল। এরপর দুপুরে খেয়ে সবাই বলল, ওইশি (মজা)। এরপর Banja-র উদ্যোগে বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশী রান্না শেখার আয়োজন করল। জাপানি সাংবাদিকও ছিল। সেখানে আমরা মুরগি, রুচি, সেমাই, দুধ চা ও র-চা বানানো শেখালাম। ছোট্ট ছোট্ট দলে ভাগ হয়ে সবাই সব আইটেমে রান্না করল। খাবার শেষে বাংলাদেশের ওপর কুইজের আয়োজন ছিল। খুবই উপভোগ্য ছিল এই অনুষ্ঠান। দুধ চা ও আদা চা সবাই খুব পছন্দ করলো। জাপানিরা সাধারণত খাবারের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের চা- যেমন ও- চা , কো-চা, মো-চা, গ্রিন-টি (ভিটামিন সি সমৃদ্ধ) খায়-কফিও খায়। প্রায় সব চা-ই ঠান্ডা খায়। এখানে ঠান্ডা চা খুবই জনপ্রিয়।

জাপনিরা খুবই স্বাস্থ্যকর খাবার খায়। জাপানি খাবারে চর্বি ও ক্যালোরি খুবই কম থাকে। সব খাবারেই ক্যালোরি, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেলস লেখা থাকে। এরা মাছ খুবই পছন্দ করে। র-ফিস যেমন সুশী, সাশেমী খুবই জনপ্রিয় খাবার। সয়াবিন থেকে প্রস্তুতকৃত তফু, সয়াসসও জনপ্রিয়। এরা সাধারণত কম মসলাযুক্ত ও সেদ্ধ খাবার খায়। রামেন, উদন, মিসো স্যুপ খুবই প্রসিদ্ধ খাবার। তবে এখন মসলাদার খাবারও জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রায় ৬০% জাপানিই রেস্টুরেন্টে যায়। এদের রেস্টুরেন্টের খাবার খুবই স্বাস্থ্যকর। বুতা Pork জাপানিরা খুব পছন্দ করে। তারা নিজেদের কাজ নিজেরা করে। বাসার সামনের ড্রেন, বাগান, বাগানের ঘাস নিজেরাই পরিষ্কার করে। এখানে ড্রাইভার, পিয়ন বলে কিছু নেই। যার যার গাড়ি নিজেই চালায়। তবে গ্রীষ্মে সাইকেল চালাতে পছন্দ করে। জাপানে এখন বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। প্রায় ১২% জাপানিই বার্ধ্যকজনিত রোগে ভুগছে। আবার অনেক জাপানিই বাচ্চা নিতে উৎসাহী না। জাপান সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে খুবই উৎসাহিত করে। Single mother-এর সংখ্যাও কম নয়। এদের সরকার সাহায্য করে। জাপনি বাসাগুলো খুবই হাল্কা ও কাঠের তৈরি, তবে মজবুত। ভূমিকম্পের কারণেই বাড়িগুলো এভাবে তৈরি। জাপান সমুদ্রের কাছে খানাযাওয়া শহরটি। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হয়েছে। শহরটি খুবই সুন্দর। জাপান খুবই নিরাপদ দেশ ছিল। বর্তমানে আর নেই। এখন জাপানেও অপরাধ সংঘটিত হয়। তবে জাপানি আইন খুবই কড়া।

Mosharrat Hossain
KhAnazawa, Ishikawa 920-0947
Japan

নিউজিল্যান্ড

কাটিকাটির বৃদ্ধ

খবরের কাগজ হাতে বৃদ্ধ ভাস্কর্যের সামনে

আমরা আজ কাটিকাটি যাব। কিউই ফ্রুটের অসংখ্য বাগান সেখানে। সেই বাগান দেখতে যাব। অকল্যান্ডে আমাদের বসবাস। মাঝে মাঝেই সুপার মার্কেট থেকে বিশ্বখ্যাত ‘কিউই ফ্রুট’ কিনে খাই। নিউজিল্যান্ডে উৎপন্ন কিউই ফলের সুনাম দুনিয়া জুড়ে। অথচ আমি এখনো কিউই ফ্রুটের বাগান দেখিনি। মজনু আঙ্কেলকে এ কথা বলতেই বললেন, ‘কও কি মিয়া! এখনো কিউই বাগান দেখনি! আইজকাই তোমাগো কাটিকাটি নিয়ে যামু। দেখি কত বাগান দেখতে পার।’ বিকেলের দিকে দুটি গাড়িতে করে আমরা টাওরাঙ্গা থেকে কাটিকাটি রওয়ানা হলাম। টাওরাঙ্গা থেকে কাটিকাটির দূরত্ব ৪০ কি.মি.। এক গাড়িতে মজনু আঙ্কেল আর আন্টি। সঙ্গে রহমত আঙ্কেল আর সুমাইয়া আপু। আরেক গাড়িতে আমরা। টাওরাঙ্গার পরেই বেথেলহেম- ছোটখাটো এক সাবার্ব। ২-৩টি মনোহারী দোকান আর একটা গ্যাস স্টেশন এখানে। বেথেলহেম ছাড়তেই নদী। নদীর ওপর সমান্তরাল ব্রিজ। ব্রিজ থেকে চলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম নদীতে ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিকের নৌকায় কেনোইং করছে। আরেকটু এগুতেই একটা ‘ইমু ফার্ম’ চোখে পড়ল। আগেও এ দেশে বিভিন্ন জায়গায় ইমু আর আস্ট্রিচ ফার্ম দেখেছি। আমি এক ফার্ম থেকে গত বছর একজোড়া অস্ট্রিচ ডিম কিনেছি। সে দুটো আমাদের শোকেসের শোভা বর্ধন করছে। ডিম দুটো অবশ্য বায়াডিম। তার আগের বছর কয়েকটি অস্ট্রিচ ডিম দেশে নিয়ে আত্মীয়মহলে উপহার হিসেবে বিতরণ করেছি। বিরাটাকার ডিম নিয়ে সে কি উত্তেজনা আর অদম্য কৌতূহল!

পথে ওমুকারওয়া নামক জায়গা পড়লো। সেখানে একটু ভেতর দিকে ওমুকারওয়া বিচ। আম্মুর ইচ্ছে বিচ দেখবে। তাই আমরা আঁকাবাঁকা পথ ধরে অগ্রসর হলাম বিচের দিকে। মাঝে মাঝেই সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি। আশপাশে কিউই ফলের বাগান। এভোকাডো, পারসিমন আর কমলা বাগানও চোখে পড়লো। ওমুকারওয়া বিচ তেমন কোনো বড় সৈকত নয়- তবুও পড়ন্ত বিকেলের আলোয় সমুদ্র আর সবুজ প্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে নতুন করে ধরা দিল। এখানে কিছুক্ষণ থেকে আমরা আবার কাটিকাটির দিকে অগ্রসর হলাম।

মজনু আঙ্কেল বলল, ‘কাটিকাটিতে যখনই আসি, তখনই দেখি এক লোক মুখে রঙ মেখে বসে পত্রিকা পড়ার ভান করে। মনে হয় টাকা-পয়সা সাহায্য চায়।’ আমাদের কাছে ব্যাপারটা অবশ্য নতুন নয়। অকল্যান্ডের কুইন স্ট্রিটে দেখেছি সাহায্যপ্রার্থীকে ধাতব মানব সেজে ঠাঁয় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে। সিডনি অপেরা হাউজের সামনে গাধার খোলস পরে গাধা সেজে ঘন্টার পর ঘন্টা এক লোককে উপুড় হয়ে থাকতে দেখেছি। মজনু আঙ্কেলের কথায় মনে হলো এ লোকও সে রকম কেউ। কাটিকাটি মাওরি শব্দ অর্থ সুঁচের ফোঁড়। কাটিকাটি আসার পথে অনেক কিউই বাগান দেখতে পেলাম। টাউনও তেমন বড় নয়। পল্টন মোড় থেকে দৈনিক বাংলা মোড় এরকম এক রাস্তার ওপর টাউন দাঁড়িয়ে। ANZ, ওয়েস্টপ্যাক আর BNZ এই তিন ব্যাংকের তিনটা শাখা, পোস্টশপ, ফিশ অ্যান্ড টিপসের দোকান, দুটো পেট্রোল স্টেশন, ফোর স্কয়ার সুপারমার্কেট, একটা থানা আর কিছু দোকানপাট নিয়ে কিউই ফল উৎপাদনকারীদের এ টাউন। তবে এ শহরটি এ দেশে ম্যুরাল টাউন নামে পরিচিত। কারণ, এ টাউনের সব দেয়ালে বৈচিত্র্যময় সব ছবির সমাহার। কাটিকাটি দমকল অফিসের সামনে বুড়োকে দেখলাম রঙ মেখে পত্রিকা পড়ছে। আমি আব্বুকে বললাম, ‘বুড়োর ঠিক সামনে গাড়ি থামাবে। আমি কথা বলবো।’ গাড়ি থেকে নেমেই আমি বুঝতে পারলাম- ওটা আসলে একটা শিল্পকর্ম। অবসর জীবনে যাওয়া এক বৃদ্ধের অলস প্রহরকে তামার এ ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আমরা বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে নিলাম। আমি মজনু আঙ্কেলকে বললাম, ‘আপনিও বুড়োর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে নিন। বুড়ে কোন পয়সা চাইবে না।’ এ সময় এ দেশী এক সাদা বৃদ্ধ তার দুই নাতি নিয়ে এসে দাঁড়ালো। দুই নাতিকে নিয়ে সেও এই ভাস্কর্যের সঙ্গে ছবি তুলল। আমাদের বলল, গত বছর এক তস্কর এ ভাস্কর্যের মাথা ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে পৌর কর্তারা আরেকটা অতিরিক্ত মাথা বানিয়ে রেখেছিলেন। সেটা পরে জুড়ে দিয়েছেন। তাই আমরা আবার এই বৃদ্ধকে পত্রিকা পাঠরত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। পাঠক-পাঠিকাদের কেউ এ লেখাটি পাঠালে খুশি হবো।

Arbab Anas Khan
8/375 Sandringham Road,
Sandringham
Auckland, Newzealand

প্রবাসীদের প্রতি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

ইটালি

আমরা ক'জনা এবং Radio Base, Venice, ltaly

১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে রেডিও এবং টেলিভিশনের সঙ্গে প্রায় ১২ বছর কাটানোর পর সুইজারল্যান্ডে স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করতে এলাম। এরপর রেসিডেন্ট পারমিট পেয়ে থেকে গেলাম প্রতিবেশী দেশ ইটালিতে। ২০০২ সাল থেকে দেখতে দেখতে প্রায় দু'বছর পেরিয়ে গেল ইউরোপে। হৃদয়ের সে আবেদন, মিডিয়ার প্রতি সে ভালোবাসা এতোটুকু দূরে সরতে দেয়নি আমাকে। ইটালির ভেনিস এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ৬০০০ বাংলা ভাষাভাষী লোকের বসবাস। এসব বাংলা ভাষাভাষীদের কথা ভেবে নিজে নিজে ভাবলাম কিছু করা যায় কি না। এরপর মোট ১২টি রেডিও স্টেশনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য আবেদন জানালাম। আবেদনে সাড়া দিল Radio Base এবং Radio san Dona । রেডিও সানদোনা ভেনিস থেকে কিছুটা দূরে হবার কারণে সেখানে আর আনুষ্ঠান করা হলো না। ২০০৪ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে রেডিও বাজে অনুমতি দিল অনুষ্ঠান করার। Radio Base, ইটালিয়ান ভাষায় এর উচ্চারণ রেডিও বা-জে এবং ইংরেজিতে এর উচ্চারণ হয় রেডিও বেইজ। শুরু হলো ইটালির ইথারে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠান। Radio Vox, Bolzano অবশ্য ২০০৩-এর মাঝামাঝি থেকে সাপ্তাহিক বাংলা অনুষ্ঠান করার অনুমতি পায়। এর উদ্যোগ নেন শেখ মহিতুর রহমান বাবলু। তার আরো বড় পরিচয় হলো তিনিই প্রথম ইটালিতে বাংলা ভাষায় ড্রাইভিং শেখার ম্যানুয়াল রচনা করেন। যাই হোক প্রথমেই আমরা সুযোগ পাই প্রতিদিনের ১০ মিনিটের বাংলা খবর প্রচারের। ইটালির স্থানীয় সময় রাত ৮টায় এবং বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় নিয়মিত এ অনুষ্ঠান শোনা যায়।

এরপর মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আবার সুযোগ পেলাম সাপ্তাহিক বিনোদনমূলক রেডিও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান করার। আমাদের সহকর্মী পলাশ রহমান এ অনুষ্ঠানের নাম দিলেন 'শিমুল বেলার বাঁশি'। এ অনুষ্ঠান সাজানো হয় বাংলা গান, সাক্ষাৎকার এবং প্রবাসীদের জন্য বেশ কিছু তথ্য দিয়ে। এ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় প্রতি শনিবার রাত ৯টায় এবং বাংলাদেশ সময় রাত ১টায়। ভবিষ্যতে Fund পেলে এ অনুষ্ঠান short wave-এ প্রচার করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো। আসলে কোনো মহৎ কাজই একা করা যায় না। এর জন্য দরকার উদ্যোগী ত্যাগী মনমানসিকতার তরুণ-তরুণীদের। যারা বাংলা অনুষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে পারবে- সুখ-দুঃখে ঝড়-ঝঞ্ঝায় এর পাশে থেকে। অন্তর থেকে ভালোবাসবে। একসঙ্গে পথ চলার জন্য বেছে নিলাম মমতাজ, পলাশ রহমান এবং সাইফুল হাজারীকে। এ অনুষ্ঠানকে আন্তরিকভাবে ভালোবেসে তারাও শামিল হলেন, এতে করে উদ্যোক্তার সংখ্যা দাঁড়ালো ৪ জনে। এর মধ্যে সাইফুল হাজারী ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে কিছুদিন পর ইস্তফা দেন। জুলাই ২০০৪ থেকে যোগ দিলেন আরিফুল ইসলাম এবং আছহানুল হক। হয়তো আরো তারুণ্যের অভিব্যক্তি ঘটবে আগামীতে। এ শুভ প্রত্যাশা আমাদের সবার আছে। আমরা চাই সবার আন্তরিক অংশগ্রহণ। প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশ। আমরা সবাই বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান নিবেদন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগুতে চাই। এ পথ চলা যেন কোনোদিন শেষ না হয়। রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত এ বি চৌধুরী এবং প্রথম সচিব নজরুল ইসলাম বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। প্রয়োজনমত উপদেশ দিয়ে, বিভিন্ন জায়গায় চিঠি লিখে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে মূল্যবান অবদান রাখছেন। ইটালিতে এ অনুষ্ঠান শোনা যায় FM Band ৯৩.৫৫ ৯৯.১৫ ও ১০৭.৪০ মেগাহার্টজে এবং বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটে www. Radiobase.net এ ঠিকানায়। ওয়েবসাইট খোলার পর Click here and listen Radio Base ক্লিক করলে ইটালির স্থানীয় সময় রাত ৮টা এবং বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় সরাসরি এ অনুষ্ঠান শোনা যাবে। যদি বাংলা আনুষ্ঠানের সময়সূচি পেতে চান তাহলে Entra press করুন। দেখবেন বাংলা অনুষ্ঠানের সময়সূচি। সরাসরি অনুষ্ঠান শোনার জন্য Real player Download করতে হবে। আমাদের অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করার জন্য আপনি আপনার মতামত পাঠাতে পারেন ডাকযোগে অথবা ইন্টারনেটে।

নোমান ফাতেমী
Bengali Service
Radio Base Popolare Network
Via Torino 156
30172 Mestre, Venice, Italy
Phone 0039 041 2602140,
Fax 0039 041 2602119
www. Radiobase.net
bengali@radiobase.net

সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতা দিবস

মাজালা সিঙ্গাপুরা। মালে ভাষা। অর্থ অগ্রগামী সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের নামের যেমন অর্থ আছে, তেমনি অর্থের সঙ্গে বাস্তবতাও। লাল-সাদা পতাকার মাঝখানে চাঁদ-তারা। পতাকার দু'কর্নারে শক্তমুঠে ধরে পার্লামেন্টের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটি সিংহ, অন্যটি বাঘ। তার নিচে লেখা মাজালা সিঙ্গাপুরা। অর্থাৎ বাঘ আর সিংহের মতো তাবৎ শক্তি দিয়ে তারা সিঙ্গাপুরকে গড়তে চায় খুব দ্রুত। সিঙ্গাপুর ছিল মালয়েশিয়ার অঙ্গরাজ্য। ১৯৬৫ সালে ৯ আগস্ট কাগজে-কলমে যুদ্ধ করে তারা মালয়েশিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এ বছরের ৯ আগস্ট সিঙ্গাপুরের ৩৯ বছর পূর্তি হলো। তাদের স্বাধীনতা দিবসের সেলিব্রেশন হয় জাতীয় স্টেডিয়ামে। এদিন শিশু থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা লাল গেঞ্জি পরে দলে দলে ছুটে যায় স্টেডিয়ামের দিকে তাদের পতাকাকে সম্মান জানাতে। সিঙ্গাপুরের জাতীয় সঙ্গীত মালে। মালে ভাষায় উত্তোলিত হয় পতাকা। পরে ইংরেজিতে গায় : We are singaporean, singapore is our future, this is my county, We live in harmony, many race one nation. অর্থাৎ তারা একে অপরের ওপর সদা সহনশীল। এ দেশে শ্রমিকসহ বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশের কিছু না কিছু লোক সিটিজেনশিপ বা পি-আর হোল্ডিংয়ে বসবাস করে। তবে এখানে প্রাধান্য হিসেবে উল্লেখ রয়েছে চাইনিজ, মালে ও তামিল- এ তিন জাতির। তাদের প্রত্যেকে যদিও ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তথাপিও তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা ধর্ম নিয়ে কলহ দেখা যায় না। এক কথায় কর্মই তাদের ধর্ম। ধর্ম তাদের কর্ম নয়। শত রকমের কুজকাওয়াজ, নাচ-গান আর আতশবাজিতে পুরো স্টেডিয়ামের লাল গ্যালারির দিকে তাকালে মনে হয়, এখানকার সবাই স্বর্গের নিষ্পাপ বাসিন্দা। অদৃশ্যমান উচ্চতা থেকে দলবেঁধে একে একে নামছে প্যারাসুট এবং শূন্য দিগন্তে তিনটি হেলিকপ্টার পাশাপাশি ত্রিভুজ সমান্তরালে নিচে পতাকা ঝুলিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আজকের দিনটিকে। এ আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখার পরও অতৃপ্তি থেকে যায়।

জনগণ দলবেঁধে ছুটছে স্টেডিয়ামের দিকে

দুলাল মাহমুদ, সিঙ্গাপুর, e-mail:dmahmud75@hotmail.com